অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

নির্দেশ পরিপত্র নং- সিপিসিআরএমডি/৯৬২ তারিখ ঃ ২৬/১১/২০১৬

উপ-মহাব্যবস্থাপক/
সহকারী মহাব্যবস্থাপক/
ব্যবস্থাপক
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের সকল শাখা
বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয় এর ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নতুন নতুন Loan Product উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা পরিচালনা পর্ষদের ৪৭৮তম সভায় ০৭-১১-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

০২। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

(১) ঋণের নাম ঃ সরকারি ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ মেয়াদী ঋণ

(২) ঋণের প্রকৃতি ঃ মেয়াদী ঋণ

(৩) ঋণের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা-কে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদান।

(খ) বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে (০৭ নং ক্রমিকে উল্লেখিত) ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

(গ) মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যগণকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি।

(ঘ) সর্বোপরি Corporate Social Responsibility(CSR) এর আওতায় সামাজিক দায়িত্ব পালন।

(৪) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

(ক) ঋণ আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা অথবা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা হতে হবে; মুক্তিযোদ্ধা (যুদ্ধাহতসহ) মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রীকে অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহীতা হতে হবে; তবে অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরূপ ঋণ গ্রহণকারীগণ এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। প্রাপ্তব্য ভাতার সর্বোচ্চ ৬০% ঋণের কিস্তি হিসেবে বিবেচনা করে ঋণ প্রাপ্তি যোগ্যতা নির্ধারন করা হবে।

(খ) ঋণগ্রহীতাকে নির্ধারিত ক্ষুদ্র ব্যবসা/আত্ন-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকতে হবে। এ ছাড়া ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে এবং পর্যাপ্ত ইকুইটি ও অভিজ্ঞতা থাকা সাপেক্ষে নতুন ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রেও ঋণ দেয়া যাবে। তবে উভয় ক্ষেত্রে(নতুন/বিদ্যমান) ব্যবসার/সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সুস্পষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা থাকতে হবে।

(গ) ঋণ গ্রহণেচ্ছুক ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকায় ঋণ আবেদনকারীর ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালিত হতে হবে।

চলমান - ০২

বিষয় ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসংগে

(ঘ) সর্বোচ্চ ৬৫(পঁয়ষট্টি) বছর বয়স পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ এ ঋণ পাবার যোগ্য হবেন। তবে শহীদ/ মৃত/ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার বয়স সংশ্লিষ্ট ব্যবসা/আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ও ব্যাংকের নিকট গ্রহনযোগ্য হতে হবে।

(ঙ) শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত একান্নভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উপযুক্ত একজন আলোচ্য ঋণ পাবার যোগ্য হবেন। তবে একই পরিবারে একাধিক মুক্তিযোদ্ধা থাকলে তাদেরকে পৃথক বিবেচনা করা যাবে।

(০৫) মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণপত্র ঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রলানয়ের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ অথবা

(খ) চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ

(০৬) মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা হিসেবে প্রমাণপত্র ঃ

(ক) অনুচ্ছেদ -৪ এ বর্ণিত স্বামী/স্ত্রী/পিতা/মাতার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সনদ/প্রমাণপত্র।

(খ) চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ

(০৭) নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসা ও আত্ন-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড/খাতসমূহে এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে ঃ

ঋণের খাতসমূহ ঃ

০১। মনিহারী/মুদি ব্যবসা
০২। হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ পরিচালনা
০৩। ফার্মেসী ব্যবসা
০৪। কাঠ/ষ্টীল এর আসবাবপত্র ব্যবসা
০৫। পোল্ট্রী খামার পরিচালনা
০৬। তৈজসপত্রের খুচরা/পাইকারী ব্যবসা
০৭। মৎস্য চাষ
০৮। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা
০৯। তাঁত/মৃৎ শিল্প ও অন্যান্য হস্ত শিল্প
১০। ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রোনিক্স ব্যবসা
১১। মোমবাতি/আগরবাতি/আতর তৈরী ও বিক্রয় ব্যবসা
১২। মুদ্রণ ব্যবসা
১৩। আইচ ফ্যাক্টরী
১৪। সাবান তৈরী শিল্প
১৫। মোবাইল ফোন ও এক্সেসরিজ ব্যবসা
১৬। ফোন/ফ্যাক্স
১৭। কাঠ,বাঁশ ও বেতের তৈরী পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা
১৮। মিষ্টান্ন তৈরী ও বিক্রয় ব্যবসা
১৯। চানাচুর/বিস্কুট/চকলেট ফ্যাক্টরী/বেকারীর ব্যবসা
২০। জুয়েলারী ব্যবসা
২১। সাইকেল/রিক্সা/ভ্যান সংযোজন ও বিক্রয় ব্যবসা
২২। হারবাল চিকিৎসা ও বিউটি পারলার

চলমান - ০৩

বিষয় ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসংগে

২৩। কাঁচা ফলের ব্যবসা
২৪। বই পুস্তক ও অফিস ষ্টেশনারী ব্যবসা
২৫। হেয়ার কাটিং সেলুন ব্যবসা
২৬। ফলজ, বনজ ও ঔষধি নার্সারী ব্যবসা
২৭। থান কাপড় ও রেডিমেড পোষাক বিক্রয় ব্যবসা
২৮। হোটেল/রেস্টুরেন্ট ব্যবসা
২৯। চাল/ডাল/চিড়া/মুড়ি/মশসা মিল ব্যবসা
৩০। মুদি দোকান/পান,সুপারী বিক্রয় ও খয়ের তৈরী ব্যবসা
৩১। সার ও কীটনাশক ব্যবসা
৩২। গুড় তৈরী ও ব্যবসা
৩৩। এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবসা
৩৪। পাটের বিভিন্ন পণ্য তৈরী ও ব্যবসা
৩৫। রড/সিমেন্ট/টেউটিন/বালু/ইটের ব্যবসা
৩৬। অটোরিক্সা/মোটর সাইকেল/গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয়
৩৭। আইটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসা
৩৮। গবাদি পশুপালন(ডেইরী/মোটাতাজাকরণ)
৩৯। উল্লিখিত খাতসমূহ ব্যতিত অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মকান্ড

(০৮) ঋণের আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ণ ফি ঃ

একজন মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/ স্ত্রী/ পুত্র/কন্যা এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ গ্রহণের আগ্রহী হলে এ ব্যাংকের যে শাখা হতে ভাতা গ্রহণ করেন সে শাখা ব্যবস্থাপক বরাবরে আবেদন করতে হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ আবেদন ও মূল্যায়ণ বাবদ কোন প্রকার ফি গ্রহণ করা যাবে না।

(০৯) আবেদনপত্রের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্র ঃ

(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে(পরিশিষ্ট-ক)।
(খ) অনুচ্ছেদ -৪ এ বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণপত্র।
(গ) অনুচ্ছেদ - ৫ এ বর্ণিত শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা হিসেবে প্রমাণপত্র(শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহীতা হিসেবে প্রমাণপত্র(শাখার ভাতা প্রদানকারী কর্মকর্তা বা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কর্তৃক সত্যায়িত)।
(ঙ) ঋণগ্রহীতার জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্টের (যদি থাকে) সত্যায়িত ফটোকপি।
(চ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি।
(ছ) ঋণ আবেদনকারীর ০২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

(১০) ঋণসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা। তবে ঋণ আবেদনকারীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ইক্যুইটির উৎস ও পর্যাপ্ততা, ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা,ব্যবসায়ের প্রকৃত চাহিদা ইত্যাদি যথাযথভাবে যাচাই/পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ঋণসীমা নির্ধারণ করতে হবে।

(১১) ঋণের মার্জিন ঃ প্রযোজ্য নয়।

(১২) ঋণের মেয়াদ ঃ ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর। তবে ঋণসীমা ও ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বিবেচনায় ০৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে যে কোন মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। ০১(এক) বছর মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করা হলে তা মেয়াদপূর্তিতে বিধি মোতাবেক নবায়নযোগ্য হবে।

চলমান - ০৪

বিষয় ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসংগে

(১৩) সুদের হার ঃ সুদের হার ৯% সরল সুদে। তবে ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার পরিবর্তন করা হলে পরিবর্তিত হারে ঋণের কিস্তির পরিমাণ পুনঃ নির্ধারিত হবে এবং সে অনুযায়ী কিস্তি আদায়যোগ্য হবে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য্য হবে।

(১৪) ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা ঃ যে কোন ঋণসীমা (সর্বোচ্চ ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান হিসেবে কর্মরত মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মঞ্জুর করতে পারবেন। এসপিও এবং নিম্ন পদমর্যাদার শাখা ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রধান মঞ্জুরি প্রদান করবেন।

(১৫) ঋণের জামানত ঃ

(ক) ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিননামা(গ্যারান্টি) নিতে হবে।

(খ) ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সম্পূর্ণ ঋণসীমার মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট চেক স্বাক্ষরযুক্ত একটি তারিখ বিহীন চেক গ্রহণ করতে হবে।

(গ) ঋণগ্রহীতার ব্যবসা স্থলে(দোকান/গুদাম/কারখানায়) মজুদ পণ্যসামগ্রী ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন ভিত্তিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

(ঘ) ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্তব্য ভাতা অথবা অন্যান্য উৎস থেকে ঋণগ্রহীতার অবর্তমানে ব্যাংক দেনা পরিশোধ করার অঙ্গীকারসহ তাদের ব্যক্তিগত জামিননামা নিতে হবে।

(ঙ) ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের অনুমতি/অনাপত্তি ছাড়া ব্যাংক পরিবর্তন করতে পারবে না মর্মে গ্রাহকের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে।

(১৬) মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসাব লিয়েন ঃ আলোচ্য ঋণের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসাব লিয়েন করতে হবে। ঋণ হিসাবে কোন কিস্তি খেলাপী হলে সংশ্লিষ্ট ভাতা হিসাব হতে তা সম্পূর্ণ/আংশিক আদায়/সমন্বয় করার পর অবশিষ্ট থাকলে তা ভাতা গ্রহীতাকে প্রদান করা যাবে। ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য/ওভারডিউ কিস্তি থাকা অবস্থায় ভাতা হিসাব হতে উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা যাবে না। এ লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পূর্বেই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে লেটার অব লিয়েন ও লেটার অব অথরিটি স্বাক্ষর ও সম্পাদন করে নিতে হবে।

(১৭) ঋণের বিপরীতে গৃহীতব্য দলিলাদি ঃ

(১) ডিপি নোট
(২) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট
(৩) লেটার অব এ্যারেঞ্জমেন্ট
(৪) লেটার অব অথরিটি
(৫) লেটার অব হাইপোথিকেশন
(৬) লেটার অব লিয়েন
(৭) কিস্তি পত্র।
(৮) ৩০০/-(তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিননামা(গ্যারান্টি)।

(১৮) ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ঃ ঋণের মেয়াদ ০১(এক) বছর হলে সম্পূর্ণ ঋণের অর্থ ১টি কিস্তিতে বিতরণ করা যাবে। ঋণের মেয়াদ ০১(এক) বছরের অধিক হলে সম্পূর্ণ ঋণের অর্থ ২টি সমান কিস্তিতে বিতরণ করতে হবে। ১টি কিস্তির টাকা যথাযথভাবে ব্যবহৃত/বিনিয়োগ হয়েছে কিনা তা শাখা প্রধান/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করে নিশ্চিত হয়ে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বিতরণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত নিশ্চয়তাপত্র ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

চলমান - ০৫

বিষয় ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসংগে

(১৯) ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ঃ ঋণগ্রহীতার ব্যবসা হতে উপার্জিত আয়/নিজস্ব উৎস হতে/লিয়েনকৃত ভাতা হতে মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ১ম কিস্তি বিতরণের ০৩(তিন) মাস পর অর্থাৎ ৪র্থ মাস হতে কিস্তি আদায় শুরু হবে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ঋণগ্রহীতার স্ব-উদ্যোগে ঋণের প্রতিটি কিস্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ব্যর্থ হলে ঋণগ্রহীতার লিয়েনকৃত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসাব হতে শাখা ঋণের খেলাপী কিস্তি আদায়/সমন্বয় করতে পারবে।

ঋণসীমা	৯ কিস্তি হলে মাসিক কিস্তি		২১কিস্তি হলে মাসিক কিস্তি	৩৩ কিস্তি হলে মাসিক কিস্তি
১.০০ লক্ষ	আসল	১১১০০	৪৮০০	৩০০০
	সুদ	৪০০	৪০০	৪০০
	মোট	১১৫০০	৫২০০	৩৪০০
২.০০ লক্ষ	আসল	২২২৫০	৯৫৫০	৬০৫০
	সুদ	৮৫০	৮০০	৮০০
	মোট	২৩১০০	১০৩৫০	৬৮৫০
৩.০০ লক্ষ	আসল	৩৩৩০০	১৪৩০০	৯১০০
	সুদ	১৩০০	১২০০	১২০০
	মোট	৩৪৬০০	১৫৫০০	১০৩০০

ঋণসীমা	৪৫ কিস্তি হলে মাসিক কিস্তি		৫৭ কিস্তি হলে মাসিক কিস্তি
১.০০ লক্ষ	আসল	২২০০	১৭৫০
	সুদ	৪০০	৪০০
	মোট	২৬০০	২১৫০
২.০০ লক্ষ	আসল	৪৫৫০	৩৫০০
	সুদ	৭৫০	৮০০
	মোট	৫৩০০	৪৩০০
৩.০০ লক্ষ	আসল	৬৭০০	৫৩০০
	সুদ	১২০০	১১৫০
	মোট	৭৯০০	৬৪৫০

(২০) ঋণের রিপোর্টিং কোড ঃ সরকারিভাবে ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০.০০ টাকা মেয়াদী ঋণের রিপোর্টিং এর জন্য পৃথক কোডে রিপোর্ট করতে হবে।

(২১) ঋণ বিতরণকারী শাখা ঃ অগ্রণী ব্যাংকের যে সকল শাখা হতে মুক্তিযোদ্ধাগণকে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে কেবলমাত্র সে সকল শাখাসমূহ আলোচ্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। কোন অবস্থাতেই ঋণ হিসাব এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে না।

(২২) ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকের প্রচলিত বিধি মোতাবেক আলোচ্য ঋণের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং করতে হবে।

(২৩) ঋণ আদায় ঃ আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/কিস্তি যাতে খেলাপী/শ্রেণীকরণ হয়ে না পড়ে সে জন্য শাখা প্রধান/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড় তদারকি, নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। কোন ঋণ হিসাবে মাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য হওয়ার পূর্বেই ঋণগ্রহীতার সাথে যোগাযোগ করে যথাসময়ে কিস্তি আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান - ০৬

বিষয় ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসংগে

(২৪) অন্যান্য শর্তাবলী ঃ

(ক) ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ/যথাসময়ে কিস্তি আদায় না হলে শাখা লিয়েনকৃত ভাতা হিসাব থেকে হতে ঋণের কিস্তি আদায় করতে হবে।

(খ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পিতা/মাতার সম্মতিপত্র গ্রহণ করতে হবে।

(গ) শাখা প্রধান/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ঋণগ্রহীতার ব্যবসার প্রকৃতি, অবস্থান, আকার, ইক্যুইটির উৎস ও পর্যাপ্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঋণ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) সকল কাগজ পত্র প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/সংশ্লিষ্ট শাখার ম্যানেজার কর্তৃক (নাম পদবীযুক্ত সীলমোহরসহ) সত্যায়িত হতে হবে।

(ঙ) ঋণগ্রহীতার ব্যবসা ভাড়াকৃত জায়গায় পরিচালিত হলে দোকান/গুদাম/কারখানা ভাড়া চুক্তিনামার কপি ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

(চ) ঋণগ্রহীতার হালনাগাদ সিআইবি (অনধিক ২ মাস অর্থাৎ ৬০ দিন) রিপোর্টের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরি/বিতরণ করতে হবে।

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/কিস্তি আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার সাথে শাখা প্রধান/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

(জ) ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে/খাতে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঝ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের ক্যাশ ক্রেডিট(হাইপোঃ) ঋণের নিয়মাচার ও বিধি মোতাবেক প্রচলিত সকল শর্ত অনুসরণ/পরিপালন করতে হবে।

(ঞ) যে ব্যবসার অনুকূলে ঋণ প্রদান করা হবে তা ঋণ আবেদনকারী কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। ঋণগ্রহীতা ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার অনুকূলে ঋণ প্রদান করা যাবে না।

(ট) একটি ঋণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে না।

(ঠ) শুধুমাত্র একক মালিকানাধীন ব্যবসার জন্য আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানযোগ্য হবে।

(ড) ঋণ হিসাবে বকেয়া বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসাব কিংবা ঋণ হিসাব এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে না।

(ঢ) ভাতাভোগী সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী/ ভাতাভোগী কর্তৃক সুদসহ যথানিয়মে সমুদয় দায় পরিশোধ করতে হবে।

(ণ) নিয়মিত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণের সুদ হিসাবায়ন করতে হবে।

চলমান - ০৭

বিষয় ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রসংগে

০৩। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ এর হিসাবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোড ব্যবহার করতে হবে ঃ

(১) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ এ রেকর্ডভূক্তকরণের ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম খাতে কোড নাম্বার ২০৫০১০৭২৩

(২) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ এ সুদ রেকর্ডভূক্তকরণের ক্ষেত্রে আয় খাতে কোড নাম্বার ৪০১০১০৭২৩

০৪। এমতাবস্থায় সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কিত পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ/পরিপালন নিশ্চিত করে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মনীতি অনুসরণ পূর্বক উক্ত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(মোহাম্মদ শওকত আলী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

(তাজরীনা ফেরদৌসী)
মহাব্যবস্থাপক

সূচী ঃ

স ঃ সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা

ন ঃ নীতিমালা - সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

বিতরণ ঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়ের সচিবালয়, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়-১,২,৩ ও ৪, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সকল মহাব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।
৪। সকল বিভাগীয় প্রধান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। মহাব্যবস্থাপক ও পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ১৮৩ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, সকল সার্কেল, বাংলাদেশ।
৭। সকল অঞ্চল প্রধান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ।

পরিশিষ্ট -'ক'

ছবি

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা
.....

সরকারী ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের আবেদন ফরম

তারিখ ঃ

উপ-মহাব্যবস্থাপক
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ব্যবস্থাপক
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা
.....

বিষয় ঃ সরকারি ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের আবেদন।

মহোদয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, ... শাখা, ... এর আওতাধীন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী একজন মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা। আমি আপনার শাখার কার্য এলাকায় ..... বছর যাবত .....ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি/ ..... ব্যবসা করতে আগ্রহী। কিন্তু আমার ব্যবসায় আরও মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায়/ব্যবসার প্রয়োজনীয় মূলধন আমার নিজস্ব উৎস হতে সরবরাহ করতে না পারায় আমি ব্যাংকের আলোচ্য ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা হিসেবে আমার উপযুক্ত প্রমাণপত্র ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। আমার নিজের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

০১। ঋণ আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ঃ
.....

০২। (ক) পিতা/স্বামীর নাম ঃ
.....

(খ) মাতার নাম ঃ
.....

(গ) স্ত্রীর নাম ঃ
.....

০৩। (ক) বর্তমান আবাসিক ঠিকানা ঃ .....

(খ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ.....ডাকঘর ঃ .....
উপজেলা/থানা ঃ ..... জেলা ঃ.....

(গ) ফোন/মোবাইল নং ঃ ..... জাতীয় পরিচয়পত্র নং (যদি থাকে) .....

(ঘ) টিআইএন (যদি থাকে) ঃ .....

০৪। জন্ম তারিখ ও বয়স ঃ .....

চলমান ০২

০৫। মুক্তিযোদ্ধা সনদ নম্বর ঃ .....

০৬। ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নাম, নম্বর ও মেয়াদ ঃ .....

০৭। ব্যবসায়িক তথ্য ঃ

ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .....

খ) ঠিকানা ঃ .....

গ) ব্যবসার প্রকৃতি ঃ .....

ঘ) ঋণের ধরণ ঃ .....

ঙ) ব্যবসার মালিকানার ধরণঃ .....

চ) ব্যবসা সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ ঃ.....

ছ) ঋণের অর্থে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ঃ.....

০৮। ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা না থাকলে ঃ

ক) প্রস্তাবিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ.....

খ) ব্যবসার ধরণ ঃ.....

গ) ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ঃ.....

০৯। আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ ঃ.....

আমি ঘোষণা করছি যে, এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় ইতঃপূর্বে আমি কোন ঋণ গ্রহণ করিনি কিংবা কোন ঋণের জামিনদাতা হইনি এবং আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। আমি যাবতীয় ব্যাংকিং লেনদেন আপনার শাখার মাধ্যমে পরিচালনা করতে সম্মত আছি। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে আমার অনুকূলে ..... টাকা ঋণ মঞ্জুরীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

ঋণ আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্য ও স্বাক্ষর সত্যায়নকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নাম ও পদবীযুক্ত সিলমোহরসহ স্বাক্ষর

আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
বর্তমান ঠিকানা ঃ .....

সংযুক্ত ঃ